যায়যায়দিন

তারিখ 19 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাবিতে নতুন ভিসি নিয়োগ
শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশই প্রত্যাশিত

দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক সমাজ ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে ফুঁসে ওঠায় সাম্প্রতিক সময়ে দেশব্যাপী আলোচনার ঝড় ওঠে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পড়েন হাজার হাজার অভিভাবকরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অবশেষে তীব্র আন্দোলন ও সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য ড. শরীফ এনামুল কবীর শুক্রবার বিকালে পদত্যাগ করেছেন। বিদায়ী উপাচার্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন। যা গতকালের বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলেও এ প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিন যাবত এক ধরনের অচলাবস্থা বিরাজ করছিল। সম্প্রতি আন্দোলন-সংগ্রাম ও সংঘর্ষ-ভাংচুরের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। অনিশ্চয়তায় পড়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ। ঘুষ-দুর্নীতিসহ নানা প্রকার অনৈতিক কাজে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জড়িত থাকার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। নারী শিক্ষার্থীদের যৌন নিপীড়নের ঘটনার জন্যও এ বিদ্যাপীঠের শিক্ষকরা বহুল আলোচিত। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে ভিসি ড. শরীফ এনামুল কবীরের ও সমর্থিত শিক্ষক প্যানেলের বিরুদ্ধে। সঙ্গত কারণেই এ বিদ্যাপীঠে ভিসি বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। বিভিন্ন মিডিয়াতেও উপাচার্যের দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশিত হয়। সাধারণ শিক্ষক সমাজ ভিসির এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তার পদত্যাগের দাবিতে জোর আন্দোলন গড়ে তোলেন। শিক্ষক সমাজের এ আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরাও যোগ দেন। ফলে বিদ্যাপীঠে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে দুর্নীতিগ্রস্ত উপাচার্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন চলা এ আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশনেরও ঘোষণা দেয়। আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি, শিক্ষক সমাজের এ আন্দোলন রুখে দিতে ভিসিপন্থী শিক্ষকরা ছাত্রলীগ কর্মীদের দিয়ে সুকৌশলে আন্দোলনরত শিক্ষক সমাজ ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপর নগ্ন হামলা চালায়। সাংস্কৃতিক মঞ্চ ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করাসহ পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে ছাত্রলীগ নামধারী সশস্ত্র ক্যাডাররা। এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সম্প্রতি এ বিদ্যাপীঠের একজন কর্মচারী চাকরি দেয়ার নামে ৪০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় জনতার হাতে আটক হয়। ধৃত ওই কর্মচারীর সেকশন প্রধানও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এ ঘটনায় আশুলিয়া থানায় মামলাও হয়। ফলে ভিসির পদত্যাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ভিসিকে পদত্যাগে নির্দেশ দেন বলেও জানা যায়।

আমরা মনে করি, দেশের যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনার মানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়া। এ জাতীয় ঘটনা কখনো কাম্য হতে পারে না। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে খ্যাত। তারা যদি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তাহলে তার মতো দুঃখজনক ঘটনা আর হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে এটিই সবাই প্রত্যাশা করে। জানা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদর্শন, ক্ষমতার অপব্যবহার করার কারণেই একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলোর জন্ম হয়েছে। শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা অহরহ ঘটলেও একটি ঘটনারও বিচার হয়নি। বিভিন্ন বিভাগে আর্থিক অনিয়ম ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরীক্ষায় অতিরিক্ত নাম্বার দিয়ে বিশেষ বিশেষ ছাত্রকে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেয়ার সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনো বিষয়েরই বিচার করেননি উপাচার্য। বিদায়ী উপাচার্য যদি একটি ঘটনারও বিচার করতে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটত না বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

আমরা মনে করি, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা অব্যাহত থাকলে কোনো শুভবুদ্ধির মানুষই আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আগ্রহী হবেন না। সুতরাং এ ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে সেদিকে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা নতুন উপাচার্যকে স্বাগত জানাই। তিনি দক্ষতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও বিদ্যাপীঠ সন্ত্রাসমুক্ত করে এখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন বলে আমরা আশাবাদী।

নতুন উপাচার্যকে স্বাগত জানাই। তিনি দক্ষতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও বিদ্যাপীঠ সন্ত্রাসমুক্ত করে এখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন বলে আমরা আশাবাদী।